R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১০ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল।
২৭শে আগষ্ট, ১৯৮৬ সাল।
নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা
বার্ষিক ১৫৲ সডাক

পুর সর্তকে উপেক্ষা করে ফেরী ঘাট চলছে বহাল তবিয়তে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ কথায় বলে 'এক নদী বিশ ক্রোশ'। এ কথা যে কথার কথা নয় তার প্রমাণ জঙ্গিপুর পুর শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভাগীরথী। জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ দুটি পুর শহরকে ভাগ করে রেখেছে এই নদী। দৈনন্দিন জঙ্গিপুরের মানুষদের কোর্ট-কাছারী, হাসপাতাল, রেল ষ্টেশন, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বা অন্যান্য প্রয়োজনে রঘুনাথগঞ্জে আসতে হয়। রঘুনাথগঞ্জের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের যেতে হয় ওপারে। ভাগীরথী এমন কিছু প্রশস্ত না হলেও পারাপারে সময় লাগে অনেক।

পুর কর্তৃত্বে সদরঘাট ও এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ী ঘাট ভাগীরথী পারাপারের একমাত্র ভরসা। প্রতি বছর ঘাট নিলামে পুরসভার আয় ছয় সাত লাখ টাকা। কিন্তু যে জনসাধারণের প্রয়োজনে পুরসভার অস্তিত্ব, তাঁরাই অবহেলিত ফেরীঘাট দুটিতে। কোন দিনই ঘাটে একটির বেশী পারের নৌকা থাকে না। অথচ ডাকের সর্ত অনুযায়ী সদরঘাটে শুধু মানুষ পারাপারের জন্য ৪টি ও ডোমপাড়া গাড়ী ঘাটে ৪টি ঘাটের নৌকা রাখতে হবে। কিন্তু ঐ সর্ত শুধু মাত্র কাগজেই লেখা থাকে। সর্ত অনুযায়ী ঘাটের কাজ চলছে কিনা তা দেখার কেউ নাই। এবার ঘাট দুটি নিলাম ডাকে ইজারা নিয়েছেন 'ভাগীরথী সার্ভিস'। মালিক জনৈক হনুমান বেলদিয়া ও ধীরেন দাস। কিন্তু যতদূর জানা যায় তাতে ঐ সংস্থা ও মালিক দুটোই ভূয়া। পর্দার আড়ালে যাঁরা প্রকৃত মালিক তাঁরা পুরসভার বড় পেয়ারের আদমী। তাই ঘাট ডাকের টাকাও ঠিকমত জমা পড়ে না পুর কোষাগারে। আইন মানারও (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পথ না হওয়ার সিলভার জুবিলী হোক

আহিরণ ঃ কানুপুর বহুতালী রাস্তাটি অনুমোদন পেয়েছিল গত ২৫ বছর আগে। কিন্তু আজও তার কোন ব্যবস্থা হলো না। হারোয়া বংশবাটী, বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামবাসীদের একমাত্র যোগাযোগের পথ এটি। মাত্র ১৯ কিমি দীর্ঘ এই পথটি তৈরী করায় অনুমোদন মেলে ১৯৬২ সালে। সামনের ১৯৮৭তে ২৫ বছর পূর্ণ হবে। জনৈক সুরসিক গ্রামবাসীর মন্তব্য 'সরকারী অবহেলার রজত জয়ন্তী করবো আমরা সামনের বছরে।' পায়ে চলা কাঁচা রাস্তাটিও এই বর্ষায় একটি কালভার্টের অভাবে অগম্য হয়ে পড়েছে। গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায়—কালভার্টের টেণ্ডার ও ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু নানা কারণে সেটিও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বহু বছর আগে মাত্র ২ কিমি পথ পাকা করা হয়েছিল কিন্তু কাজ না হওয়ায় এই ২৫ বছরে তা ভেঙ্গে চুরে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এ বছর সেটুকু সংস্কারের জন্য নাকি ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়, কাজও শুরু হয়। কিন্তু কয়েকদিন কাজ চলার পর আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন শোনা যাচ্ছে জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির অনুমোদন না নিয়ে কাজ করা যাবে না। আরও প্রকাশ—গত বছর নাকি ৩ লাখ টাকা ঐ রাস্তার জন্য মঞ্জুর হয়। কিন্তু কাজ শুরু কেন হল না কেউ জানেন না। এই লাল ফিতার বাঁধনের গিঁট কোথায় তা গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছেন না।

বোমার ধোঁয়ায় ধনপতনগর অন্ধকার

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ড ধনপতনগরের মাঠে ফসলকাটা নিয়ে ১৫/২০ দিন ধরে গোলমাল চলছে। প্রকাশ জঙ্গিপুর মৌজার প্রায় ৩৫ বিঘা জমি পুরুষানুক্রমে যে সব বর্গাদার চাষ করে আসছেন, তাঁদের যে কোন উপায়ে উৎখাত করতে মালিক পক্ষও বদ্ধপরিকর। কিন্তু বর্গাদাররা জানপ্রাণ দিয়ে মাটি কামড়িয়ে পড়ে থাকায় এবং স্থানীয় এস, ইউ, সি দল তাদের সমর্থন করায়, মালিক পক্ষ জমি নিজেদের দখলে আনতে পারছেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১ আগষ্ট তথাকথিত মালিক পক্ষের হয়ে এক গুণ্ডাবাহিনী জমিতে চড়ায় হয়ে পাকা ধান কাটতে শুরু করে। বর্গাদাররাও তাদের বাধা দেয়। সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের সময় প্রচুর বোমা ফাটে। যার শব্দ নদীর এপার থেকেও শোনা যায়, ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার হতে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ট্যাক্সি থামিয়ে দুই লক্ষ টাকা ছিনতাই

ফরাক্কা ঃ গত ৬ আগষ্ট ফরাক্কা ক্যানেল ব্রিজের কাছে ট্যাক্সি থামিয়ে প্রায় সোয়া দু' লাখ টাকা ছিনতাই হয়। খবরে প্রকাশ ইউনিভারসাল ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশনের সাব কনট্রাকটর ঐ টাকা নিয়ে অফিসে আসছিলেন। পথে কয়েকজন ব্যক্তি ট্যাক্সিটিকে থামিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে সম্পূর্ণ টাকা লুটে নিয়ে পালায়। ফরাক্কা পুলিশ ও সি, আই, ডি বিভাগের যৌথ চেষ্টায় ভাগলপুরের একটি বাড়ীতে হানা দিয়ে নগদ ৩৬ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। এবং গোপাল সিং নামে এক ট্রাক ড্রাইভার ও ঐ বাড়ীর দুই বাসিন্দাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল

জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য-জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে হইয়াছিল তাঁহার মহা আবির্ভাব। যখন ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন তিনি নিজ মায়াবলে দেহ ধারণ করেন। সাধুদের রক্ষা; দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

কংস-কারাগারে বসুদেব-দেবকী অষ্টম নবজাতককে দেখিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নবজলধর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে। তাঁহাদের প্রার্থনায় তিনি মায়াবলে দ্বিভুজ শিশু হইলেন। দৈব-আদেশ হইল বসুদেবের প্রতি—গোকুলে নন্দপত্নী যশোদার কাছে তাঁহাকে রাখিয়া আসিতে হইবে এবং তাঁহার সদ্যজাতা কন্যাকে দিতে হইবে দেবকীর নিকট। কংস-কারাগারে সকলেই নিদ্রিত, আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন, নামিল প্রবল বর্ষণ। ঘোর অন্ধকারে দৈবীলীলায় সন্তান বদল সম্ভব হইল। জন্মাষ্টমীর ইহাই ইতিবৃত্ত। ইহাকে অবলম্বন করিয়া আজও নানা অনুষ্ঠানাদির মধ্যে এই পবিত্র দিনটি ভক্তিবিনম্রচিত্তে স্মরণ করা হয়। আর সেই স্মরণের মধ্যে থাকে ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের জন্য পরম আকুতির এক রেশ।

বলা হয়, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম'। জীবকে তিনি আকর্ষণ ও আত্মসাৎ করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। তিনি পরব্রহ্ম—সকলের অন্তরাত্মা, তিনি ইষ্ট—ভক্তের বাসনাপূরণকারী, তিনি জ্ঞান-কর্মযোগ-প্রেম-রস-অনাসক্তির লীলাধার। তিনি বলিয়াছেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম'। তাই শত্রুভাবে তিনি কংসাদির কাঙ্খিত। তাঁহার বংশীকে যশোদা শুনিতেছেন, 'দে ননী, দে ননী'; নন্দ শুনিতেছেন, 'এই যে বাধা আনি'; রাখালগণ শুনিতেছেন, 'বেলা হল গোঠে যাই, এবং শ্রীরাধা শুনিতেছেন, 'ঘাটে এস রাই রাই'। বাঁশী একই সুরে বাজে। একখণ্ড নুড়িকে কেহ ভাবেন শালগ্রাম শিলা, কেহ সামান্য নুড়ি।

জন্মাষ্টমী সেই কারণে অত্যন্ত পবিত্রতার সাথে এবং বহু সমাদরে পালিত হইয়া আসিতেছে। নয়নাভিরাম আনন্দঘন শিশু কৃষ্ণের আবির্ভাবকে ভক্তসাধক পরম সমাদরে গ্রহণ করেন একদিকে স্নেহের স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃউৎসারে, অন্যদিকে দুষ্টদমনকারী অমিততেজার মাভৈঃ বাণীর পরম নিশ্চিন্ততায়। এক দৃষ্টিতে তিনি কোমল বিকচ কুসুম, আর একদিকে সুদর্শনচক্রধারী মহাশক্তির আধার. যিনি দেন সাধনার অন্তরায়সমূহ বিদূরণের প্রতিশ্রুতি এবং পীড়িত মানবাত্মার অমর্যাদায় সংগ্রামের শক্তি ও সাহস। আবার তিনিই উদ্বেল করেন জীবাত্মাকে পরমাত্মায় আত্মলীন হইবার সম্ভাবনাপূর্ণ আশ্বাসে—'যে মোরে ডাকে প্রাণ ভরে, আমি ঠিক যেন তাঁর পোষমানা'!

জন্মাষ্টমীর রাত্রে কৃষ্ণ পূজা করা হয় এবং মধ্যরাত্রিতে সেই মহাশক্তিধরের শুভাবির্ভাবের ক্ষণ জ্ঞান করিয়া ভক্তিপ্রণতি নিবেদন করেন উপবাসী ভক্ত। পরের দিন নন্দোৎসব—গোপরাজ নন্দপুরীতে আনন্দের জোয়ার। এই কল্পনায় বিচিত্র অনুষ্ঠানাদি হয়। বৈষ্ণব গায়ক নন্দ, যশোমতী এবং বালক কৃষ্ণের সাজে সজ্জিত দল লইয়া বাড়ী বাড়ী যান আর গাহেন—'ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, আর নাচে ইন্দ্র/গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ'। আবার কোথাও আনন্দের প্রকাশ অন্যভাবে। বিত্তশালী গৃহস্থ প্রদত্ত একটি নারিকেল আঁকড়াইয়া ধরেন কোন শক্তিমান পুরুষ এক প্রশস্ত আঙ্গিনার মধ্যস্থলে। অপর একজন তাহা কাড়িয়া লইতে যান। উভয় পক্ষের মধ্যে চলে ধস্তাধস্তি ও কায়দা-কসরতের তীব্রতা। বহু দর্শকের আনন্দধ্বনি চলে। দুই শক্তিমানের উপর জল আর দই ফেলিয়া দেওয়া হয়। জল কাদায় দইয়ে মাখামাখি হইয়া দুজনে যখন শ্রান্ত, তখন বিজয়ী দল একটি ধুতি, একটি গামছা, পাঁচসের চাল, মিষ্টি এবং একটি নারিকেল। অপর জন পান একটি গামছা, দুইসের চাল, মিষ্টি এবং একটি নারিকেল।

ইহা অতীতের পৃষ্ঠা। পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে জন্মাষ্টমীর সেই জাঁকজমক যদিও কিছু হ্রাস পাইয়াছে, তবু সেই আনন্দ অব্যাহত আছে। দেশের ভিতরের ও বাহিরের যে সব অশুভশক্তি আজ রাষ্ট্রিয় সংহতি এবং সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করিতেছে তাহাদের বিনাশের জন্য মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধনের জন্য সেই সুদর্শনধারী মহাশক্তিধর অথচ আনন্দময়ের পুণ্যআবির্ভাব তিথিকে ভক্তি বিনম্র চিত্তে স্মরণ করিতেছে।

"এই অনশন আমার শেষ অনশন হোক"

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গান্ধীজী একের পর এক সংবাদ পাচ্ছেন দিল্লীতে হিন্দুরা মুসলমানের উপর স্ত্রী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে অকথ্য অত্যাচারের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ী দখল করে নিচ্ছে। পুড়িয়ে দিচ্ছে, মসজিদগুলি ভেঙ্গে চুরমার করছে। সর্দার প্যাটেল নিরুপায় শোকাহত গান্ধীজীকে জানাচ্ছেন তিনি যে সব সংবাদ পাচ্ছেন তা অতিরঞ্জিত অনেকাংশে অসত্য বস্তুতঃ তেমন ঘটনা ঘটছেই না। জহরলাল সব দেখে শুনে নীরব হয়ে আছেন। মুসলমানদের উপর অত্যাচার যখন প্রবল নগ্নরূপ ধারণ করল, সর্দার প্যাটেল দিল্লীতে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের দ্বারা কিছু অত্যাচার হওয়া মেনে নিয়ে একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করলেন। তিনি ক্রোধের সঙ্গে বললেন যে দিল্লীর মুসলমানরা হিন্দু ও শিখদেরকে আক্রমণ করবার জন্য নানাবিধ অস্ত্রাদি মজুদ করে রেখেছিল—পুলিশ আর মিলিটারী সেগুলো উদ্ধার করেছে এবং তা জমা আছে। তিনি বললেন যদি পূর্বাহ্নেই হিন্দুরা তাদেরকে আক্রমণ না করত তবে সারা দিল্লী শহরে একটি বীভৎস নাটকীয় হত্যা কাণ্ডের বন্যা বয়ে যেত। জহরলাল ও আবুল কালাম আজাদ দেখলেন পুলিশ ও মিলিটারীর দ্বারা উদ্ধারিত সেইসব মারাত্মক অস্ত্র সম্ভার হচ্ছে—মরচা পড়া ভোঁতা কতকগুলি পকেট ছুরি মাত্র। জহরলাল ও আজাদসাহেব—সর্দারজীর এই কৈফিয়তে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই অস্ত্র সম্ভারের মধ্য হতে মাউন্ট ব্যাটেন একখানি ছুরি তুলে নিয়ে দেখে মৃদু হাসলেন। এইসব হাজার হাজার মুসলিম নরনারী খোলা আকাশের নীচে খাদ্য ও পানীয়র অভাবে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। গান্ধীজী সব দেখেশুনে অসহায় নীরব। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে নেতা একদিন বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন ''হাম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে মেরে সাথ তামাম হিন্দুস্তান উথল যায়েঙ্গে'' কিন্তু আজ তা কৈ? সেকি তবে মিথ্যা? আজ তাঁর কি অসহায় অবস্থা, তাঁর সামান্য আবেদনও কাউরি মনে সাড়া জাগায় না, কর্ণপাত করে না। তিনি প্রতিজ্ঞা নিলেন—পূর্ণ শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমরণ অনশন চালিয়ে যাবেন। সর্দার প্যাটেলের দুর্ব্যবহারে তিনি সবচেয়ে আঘাত পেলেন। সর্দারজী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ—গান্ধীজীর নিজ হাতের সৃষ্ট এই দুই (৩য় পৃষ্ঠায়)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

ঘুমঘোরে……প্রসঙ্গে

গত ৩০ জুলাই 'জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে 'ঘুমঘোরে এস ডি পি ও, পি ডবলিউ ডি, রোডস শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। প্রথমেই সংবাদদাতার জ্ঞাতব্যে জানিয়ে রাখি যে, উক্ত দিন আমি রঘুনাথগঞ্জেই ছিলাম এবং উল্লেখিত সময়ে আমার অফিস সংলগ্ন কোয়াটারে। প্রসঙ্গত জ্ঞাতার্থে আরও জানাই যে, আমার কাজকর্মের পরিধি সুদুর লালবাগ থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত। তাই সদাই আমার পক্ষে রঘুনাথগঞ্জ না থাকাটাও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। পিওন বা অন্যান্য অফিস কর্মী যদি কোন ভুল তথ্য জানায় তার দায়দায়িত্ব তাদেরই উপর। আমার পক্ষে বলার কিছু নাই। কারণ উক্ত দিনে বেলা ২-৩০ নাগাদ আমি অফিস করে খেতে আসি এবং তৎপরে সুতী ২নং বি ডি ও-র সাথে কিছু কাজের ব্যাপারে আমার আলোচনা হয়। তাই সংবাদদাতার বক্তব্য 'সত্যিই কি উক্ত অফিসার বাসায় ছিলেন না আদপেই রঘুনাথগঞ্জে ছিলেন না। অনুসন্ধানের প্রয়োজন' ইত্যাদি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভুল। অফিস সংলগ্ন কোয়াটারে কাজে ব্যস্ত থাকায় যদি অফিস নেমপ্লেট 'ইন' করা থাকে তা খুব অযৌক্তিক কিছু নয়।

এস ডি ও পি, ডবলিউ রোডস
রঘুনাথগঞ্জ ৮/৮/৮৬

"এই অনশন আমার শেষ অনশন হোক"

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নেতা। কোথায় ছিলেন এতদিন সর্দারজী? জনগণের সঙ্গে যার একদিন পরিচয় ছিল না। তাকেই তিনি নিয়ে এলেন একদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে। তাকে ১৯৩১ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করলেন। আজ তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাই সর্দারজীর এই কপট ও হৃদয়হীন ব্যবহারে তিনি সব চেয়ে আঘাত পেলেন। ১২ই জানুয়ারী শুরু হল তার আমরণ অনশন। 'যাত্রা হল শুরু? সর্দারজী গান্ধীজীকে অকারণে এই অনশন না করবার জন্য বললেন, গান্ধীজী তদুত্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আমি চীনে নয় দিল্লীতেই আছি, আমি আমার দৃষ্টি ও শ্রুতি কোনটাই হারায়নি আর মুসলমানেরা যে হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে—একথা অবিশ্বাস করতে আমাকে মিথ্যা কথা বলো না।' সর্দারজী ক্রোধে নির্বাক হয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন। আজাদ সাহেব সর্দারজীকে নিরস্ত করতে চাইলেন কিন্তু কোথায় তখন সর্দারজী। তিনি গান্ধীজীর উপর এই নির্মম আঘাত হানলেন তা আবুল কালাম আজাদ বুঝলেন। গান্ধীজীর অনশন আরম্ভের সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে নিকট ও দূরে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যারাও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মত পোষণ করে বসে ছিলেন তারা সদলে ছুটে এলেন, বল্লেন, 'গান্ধীজীর জীবন রক্ষার জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত আছেন। সারা ভারতবর্ষ প্রকাম্পিত হয়ে উঠল। উপবাস ভঙ্গের কয়েকটি সর্ত্ত তিনি আরোপ করে রেখেছিলেন তন্মধ্যে কঠিনতম ও দুঃসাধ্য একটি সর্ত্ত হল যে হিন্দু ও শিখদের অত্যাচারে যে সব মুসলমান দিল্লীর ঘরবাড়ী ত্যাগ করে বাইরে চলে গেছে তাদেরকে ঐ হিন্দু ও শিখদেরকেই স্বসম্মানে ফিরিয়ে এনে স্ব স্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তাদের বিধ্বস্ত মসজিদগুলি মেরামত করে দিতে হবে। একি কঠিন সর্ত্ত। সকলেই জানেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গান্ধীজীকে টলান যাবে না আর সেইহেতু তার স্বেচ্ছামৃত্যুও রোধ করা যাবে না। এই দুঃসময়ে এগিয়ে এলেন আবুল কালাম আজাদ অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। গান্ধীজীর নিকট প্রার্থনা জানালেন এই কঠিন সর্ত্ত প্রত্যাহার করে কোন নূতন সর্ত্ত আরোপ করতে। গান্ধীজী একটু চিন্তা করে বললেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কোন উপায়েই পূর্ণ শান্তি স্থাপন করতে হবে। মুসলমানদের বিধ্বস্ত উপাসনা গৃহগুলি নির্মাণ করে দিতে হবে। মুসলমানদের বাসগৃহের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এবং দৃঢ়স্বরে বললেন, "Let this be my last fast." প্যাটেল সেখানে উপস্থিত নাই, তিনি আছেন বোম্বাই-এ। পঞ্চাশ হাজার নরনারী সমবেত কণ্ঠে চীৎকার করে বল্লেন, "আমরা গান্ধীজীর ইচ্ছা বর্ণে বর্ণে কার্য্যে পরিণত করব। আমরা মনেপ্রাণে বলছি তাঁর যাতে পীড়ার কারণ হয় এমন কাজ করব না।" গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন। যখন প্যাটেল শুনলেন গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেছেন, তখন বিড়লা হাউসে গিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। গান্ধীজী তাঁকে সহাস্যে সাদরে গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্যাটেলের মুখমণ্ডল বা তার আচরণে অনুতাপের কোন লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা গেল না বরং গান্ধীজী মুসলমানদের সন্তুষ্টির জন্য যা করলেন তাতে প্যাটেল অসন্তোষ জানালেন। হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রিয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের কতকগুলো নেতা প্রকাশ্যে প্রচার করতে লাগলেন। গান্ধী হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করছেন। তারা গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন। প্রার্থনান্তে গীতা, কোরাণ ও বাইবেল হতে শ্লোক উদ্ধৃতিতে বাধা দিতে লাগলেন। ঐ মর্মে তারা হাণ্ডবিল ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগলো; শুধু তাই নয় গান্ধীকে হিন্দুর শত্রু বলে প্রচার করা হলো। এতদূরও প্রচার করা হলো যে গান্ধী তার পথ আজও পরিবর্তন করেনি, তাই তাকে 'স্তব্ধ' করা প্রয়োজন এবং এক শ্রেণীর মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা হল। একদিনত প্রার্থনা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে একটা বোমা তার প্রতি নিক্ষেপ করা হলো। সৌভাগ্যবশতঃ লক্ষ্য ব্যর্থ হলো কিন্তু সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হলো যে গান্ধীজির বিরুদ্ধেও হাত উঠানোর লোক ভারতে আছে। এই ঘটনার পরও তার প্রাণ রক্ষার জন্য পুলিশ বা সি আই ডি বিভাগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পুলিশী তদন্তে পাওয়া যায়নি এই বোমা নিক্ষেপকারী কি করে বিড়লা উদ্যানে প্রবেশ করেছিল। এই আক্রমণ যতই নগণ্য হোক—বুঝাগেল এক শ্রেণীর স্থির প্রতিজ্ঞ দুষ্কার্য্যকারী গান্ধীজির অবসান চায়।

কয়েকদিন অতিক্রান্ত হলো। গান্ধীজী ধীরে ধীরে তার পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছেন। প্রার্থনা সমাপ্তির পর সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন—সারা ভারতবর্ষে বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার এই ব্যবস্থা।

সেদিন ৩০শে জানুয়ারী, সময় ২-৩০ মিঃ ঘটিকা। আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজীর পাশে বসে এক ঘন্টারও বেশী সময় নানা বিষয়ে আলোচনা করে নিজ গৃহে ফিরলেন। সাড়ে পাঁচটার সময় তাঁর মনে পড়ল আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করার ছিল। তিনি তখনই বিড়লা হাউসের উদ্দেশ্যে ছুটলেন। পৌছে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন হাজার হাজার মানুষ ময়দানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। বিপুল জনতায় রাস্তা উপছিয়ে পড়ছে। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না, কিন্তু আজাদ সাহেবের গাড়ী দেখে জনতা পথ করে দিল। তিনি ফটকের কাছেই ব্যস্ততার সঙ্গে গাড়ী হতে নেমে পড়ে দ্রুত হেঁটে গেলেন, দেখলেন গান্ধীজীর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতর থেকে কাঁচের শার্সির মধ্য দিয়ে একজন বললেন—'গান্ধীজীকে গুলি করা হয়েছে।' !—জহরলালের সেই আর্ত কণ্ঠস্বর রেডিওতে—'The Light is out'......

আজাদ স্তব্ধ হয়ে গেলেন;

"...... গান্ধীজী জন্মেছিলেন যে কাজটি করতে সেটিও ফুরলো তার আয়ুও ফুরলো।"

আবুল কালাম আজাদের তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো গান্ধীজীর সেই কথা

"Let this be my last fast."

মরদেহ গেল—রেখে গেলেন অনির্বাণ দীপ—তাঁর জীবন ও বাণী, কিন্তু সে দীপশিখা আজ মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় নিষ্প্রভ। মেঘ কেটে যাবে—শুধু ভারত নয়—সমস্ত দুনিয়াকে আলোকিত করবে। জগতে বিরাজ করবে শাশ্বত শান্তি, প্রেম ও মৈত্রী। জগৎ বুঝবে—গান্ধী মরেনি—গান্ধী অমর।

"আঁধারে আবৃত আমি, এসো
জ্যোতির্ময়
দয়ানিধি, সম্মুখেতে নিয়ে চল মোরে।
রাত্রি অন্ধকার, ঘর বহু দূরে রয়,
জ্যোতির্ময়, সম্মুখেতে নিয়ে চল
মোরে।"

—নিউম্যান।

বন্দুকের গুলিতে আহত-২

রঘুনাথগঞ্জঃ গত ২৭ আগষ্ট সকাল ছটায় স্থানীয় থানার রমজানপুর গ্রামে গ্রাম্য দলাদলিতে বন্দুকের গুলিতে ২ জন আহত হয়। সংবাদে প্রকাশ, রমজানপুর গ্রামের মকবুল সেখ তাঁর বন্দুক থেকে গুলি চালালে অপর পক্ষের দু'জন গ্রামবাসী আহত হয়। আহত আজাহার সেখ ও বদর সেখকে গুরুতর অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মকবুলের ভাই মফিজুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে ও বন্দুকটি সীজ করে নিয়ে আসে। সংবাদে আরো প্রকাশ, মোট সাত রাউণ্ড গুলি চালানো হয়। মকবুল পলাতক।

পদবী পরিবর্তন

আমি অমরেন্দ্রনাথ মালিক (দুলে) পিতা পবনচন্দ্র দুলে সাং নওপাড়া. জেলা হুগলী। স্কুলের খাতায় ভুলবশতঃ আমার নাম অমরেন্দ্রনাথ দুলে হওয়ার চাকরীক্ষেত্রেও ঐ নাম ব্যবহার করা হয়েছে। অদ্য ৪ আগষ্ট '৮৬ জঙ্গিপুর এক্‌জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এফিডেবিট করে আমার প্রকৃত পদবী মালিক করা হল

ফোনঃ ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ১০৭, রঘু ২৭

ফরাক্কায় ভাড়াসহ (মাসিক ২১০০) একটি L/H জীপ সত্বর বিক্রয় আছে, যোগাযোগ করুন।
অনিল কর্ম্মকার
(সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বি দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

ধানী জমি বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ থানায় ঘোড়শালা মাঠে ১৮ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানী জমি বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন।
জঙ্গিপুর সংবাদ
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফেরী ঘাট চলছে বহাল তবিয়তে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাধ্যবাধকতা নাই। প্রায় তিন মাস ধরে দুটো ঘাটেই কোন ঘাটের নৌকা নাই। ফলে এপার ওপার করে না। পারাপারের মাশুল নিয়ে জুলুমবাজী নিত্য ঘটনা। কোন যাত্রী মাথায় মাল বয়ে নিয়ে গেলেও তার মাশুল গুণে দিতে হয়। পুরসভা রেট বোর্ড ঘাটের প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখা সত্ত্বেও ৩।৪ গুণ বেশী ভাড়া আদায় করা হয় ট্রাক, গরু গাড়ী, ঘোড়া গাড়ী, রিক্সা ইত্যাদির কাছ থেকে। এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ করলে ইজারাদারের গুণ্ডাবাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। ঘাটের উপরেই প্রকাশ্যে চোরাই মদ ও জুয়ার আড্ডা চলে। স্কুল কলেজের ছাত্রীদের, সিনেমা ফেরতা মহিলাদের এদের মাঝ দিয়েই ঘাট পারাপার করতে হয়। জুয়া ও মদের ব্যাপারে বার বার পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন প্রতিকার হয়নি—জানালেন ঐ এলাকার এক ভদ্রলোক। গত ছ'মাস ধরে কলেজ স্কুল বা অফিসের সময়ে ঘাটের নৌকার কোন পাত্তা থাকে না। এ অভিযোগ জনৈক অধ্যাপকের। ফেরী নৌকার মাঝিরাও মওকা বুঝে বেশী পয়সা আদায় করে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ যাত্রীদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। এ ব্যাপারে অনেকে পুরসভায় অভিযোগ করেও কোন ফল পাননি। জনৈক অভিভাবকের উক্তি—পুর কর্তৃপক্ষ যদি যথার্থ দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন হতেন তবে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দুর্দশা দেখেও চুপ করে থাকতে পারতেন না।

ধনপতনগর অন্ধকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখা যায়। বেলা ১টা থেকে ৪টা তিন ঘণ্টা ধনপতনগর মাঠ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এস, ডি, ও, এবং এস, ডি, পি, ও, অফিসের নাকের ডগায় ঘটনাটি ঘটা সত্ত্বেও পুলিশবাহিনীকে ঘটনাস্থলে যেতে দেখা যায়নি। শেষ তক এস, ইউ, সি, দলের চাপে এস, ডি, পি, ও তৎপর হন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। আরো অভিযোগ, পুলিশ বর্গাদারদের মধ্য থেকে কিছু নিরীহ চাষীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। মালিক পক্ষের গুণ্ডাবাহিনীরা কেউ নাকি গ্রেপ্তার হয়নি।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রগুলির ভোটার তালিকা সংশোধন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ, কান্দী, জঙ্গিপুর ও বহরমপুর সদর মহকুমার সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার ১৯টি বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় ১৯৮৬ সালের সংশোধনের (সামারি রিভিশন) কাজ আরম্ভ হইবে। ইংরাজীর ১-১-৮৭ তারিখে যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের বয়স কমপক্ষে ২১ বৎসর পূর্ণ হইবে তাহারাই ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী।

নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুযায়ী নূতন করিয়া ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলিবে।

১। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ— ইং ১-৯-৮৬
(সংশ্লিষ্ট ই, আর, ও-র অফিস ও প্রতি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র)

২। দাবী বা আপত্তি দাখিলের— ইং ১-৯-৮৬ হইতে
তারিখ ইং ১-১০-৮৬ পর্যন্ত।
(অনুমোদিত ছুটির দিন বাদে)

৩। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ— ইং ৫-১-৮৭

প্রতি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে একজন করিয়া ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনসাধারণের সাহায্যার্থে থাকিবেন। খসড়া ভোটার তালিকা এবং প্রয়োজনীয় ফরম ও নির্দেশ তাঁহার নিকট পাওয়া যাইবে এবং তাঁহার নিকটেই ফরম জমা দিতে হইবে।

স্বাঃ সমর ঘোষ, জেলা শাসক ও
জেলা নির্বাচক আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

বিয়ের যৌতুক, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্যে
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস ব্যাটারী কোং
প্রোঃ মদনমোহন দাস
ষ্টারেজ ব্যাটারী ও ব্যাটারী প্লেট প্রস্তুতকারক
(১৫ মাসের গ্যারান্টি দেওয়া হয়)
উমরপুর, পোঃ ষোড়শালা;
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : আর জি জি ১৫৫

গেঞ্জি ফ্যাক্টরী বিক্রী
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় একটি চালু গেঞ্জি ফ্যাক্টরী বিক্রি আছে। অনুসন্ধানের ঠিকানা—
সাহা ক্লথ ষ্টোর
প্রোঃ প্রভাতকুমার সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, বাজারপাড়া

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথ V I P
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।